জেফরীর নায়ক ও এ কেইস অন করাপ্সন

দিলরুবা শাহানা

-পড়ে শুনাও এবার

আমি স্পষ্ট উচ্চারণে জোরালো গলায় পড়তে শুরু করলাম। এ ধরনের জরুরী অর্থপূর্ণ তবে প্রায় অর্থ শূন্য কাজে অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে গেলাম। পন্ডিত গবেষকদের সাথে মাঝে মাঝে কিছু কাজ করে থাকি। পয়সাও সামান্য জোটে তবে এতে পয়সার চেয়ে বেশী জোটে আনন্দ।

হতাশ পিতা বিরক্ত চোখে চেয়ে আমাকে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মা বলে যে

-না হউক বিদ্বান, না হউক বিত্তবান। কারোর ক্ষতিতো করছেনা, গরীবানা সুরতেই জীবনটা ওর না হয় কাটলো কি তাতে আসবে যাবে।

বৈষয়িক ব্যাপারে অতি অভিজ্ঞ বাপ বলে

-যেটুকু গুণ আছে তা দিয়ে ফায়দা তুলতে পারতো সেটাও করবেনা; গাদা গাদা বই পড়া আর দিস্তা দিস্তা কাগজ ও কালির অপচয় শুধু। লিখে দে একখানা রসালো বই তা থেকে পয়সা কিভাবে বানাতে হয় তা আমি বুঝবো।

বাবার বিরক্তি আমার কাজে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটাতে পারেনা। কিছুদিন হল ক্রাইম আর করাপ্সন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কিছু তথ্য জোগারে মেতে উঠি। ক্রাইম শব্দটা উচ্চারণের সাথে সাথে যাদের কথা মনে ভাসে তারা সমাজের নীচুতলার লোক। আর করাপ্সন হচ্ছে ধবল বা সফেদ পোষাকধারীদের বা হোয়াইট কলারদের কর্ম। সুবিধা আদায়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতি সূক্ষ্মভাবে ভদ্রলোকেরা করাপ্সন করে থাকে। মুশকিল হয় কোন দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র বা বহুজাতিক বাবসা

প্রতিষ্ঠান যখন অন্যদেশে ঘুষটুষ দিয়ে কাজ আদায়ে কোমড় বেঁধে নামে। ক্রাইম দমনের আইন আর করাপ্সন বন্ধের আইনী উদ্যোগ নিয়ে ঘাটাঘাটির শুরুতে এই কাজের প্রস্তাব পাই। গল্পটা কাজের অংশ।

"জেফরী আর্চারের গল্পের নায়ক একজন মন্ত্রী। আফ্রিকা মহাদেশের হতদরিদ্র, শিক্ষাদীক্ষা বঞ্চিত এক দেশের সে মন্ত্রী। এমনি এক দেশ যে দেশে যখনি যারা শাসনক্ষমতা পেয়েছে জনগণের সম্পদ লুঠ করেছে দু'হাত ভরে। সেই সম্পদ তারা অবশ্যই দেশের বাইরে বিদেশের ব্যাংকে নিরাপদে গচ্ছিত রেখেছে। কথিত গল্পের নায়ক মন্ত্রী ক্ষমতা পেয়ে ঘুষ আর দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করে খুবই সম্মান পান, জনপ্রিয় হন। এমন কি সরকার প্রধানও তার কর্মকান্ডে চমৎকৃত, বিস্মিত, শংকিতও কিছুটা। এরমাঝে সরকার প্রধানের কাজেরও তথ্যতালাশ করে কিছু গড়বড় বের করে ফেলেন মন্ত্রী। গল্পেতে দেখা যায় বস সরকার প্রধান কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। দূর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান করে করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মন্ত্রী সপরিবারে ছুটি কাটাতে বিদেশ গেলেন। পরিবার-পরিজনকে হোটেলে রেখে সবার অজ্ঞাতে উড়াল দিয়ে পাশের দেশ সুইসজারল্যান্ড পৌঁছালেন মন্ত্রীবর। এসেই গেলেন সেই ব্যাংকে যাতে পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে যে কেউ টাকা রাখতে পারে। ঐ ব্যাংক টাকার উৎস কি তা যেমন(চুরি-রাহাজানির টাকা নাকি আয়কর ফাঁকি দেওয়া টাকা কিছুই) জানতে চায়না তেমনি তারা টাকার বিষয়ে কোন তথ্য (যেমন কার টাকা, কত টাকা) কাউকে কক্ষণো দেয়না। কর্মবীর আপাতঃ সৎ মন্ত্রীমহোদয় তার পুরাতন জীর্নশীর্ন ব্রিফকেসটি নিয়ে ব্যাংকে ঢুকলেন। পরিচয় দিতেই তারা তাকে সমাদরে বসালেন। উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তা মন্ত্রীর খেদমতে তখনি এসে হাজির হলেন। দূর্নীতির বিরুদ্ধে জানকোরবান করা মন্ত্রী জানতে চাইলেন তার দেশের ব্যাংক একাউন্ট হোল্ডার অসৎ লোকদের নাম ও ব্যাংক একাউন্টের হিসাব। কর্মকর্তা নম্রভাবে অপারগতা প্রকাশ করলেন। মন্ত্রী রুক্ষ হলেন, রুষ্ট হলেন। ব্যাংক কর্মকর্তা আরও বিনয়ে গলে গিয়ে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে গেলেন। এবার মন্ত্রী কৌশল খাটালেন। তার কথা হল যদি সুইসব্যাংক এই তথ্য তাকে

না দেয় তবে তার দেশ সুইসজারল্যান্ডের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। মন্ত্রীর অনুরোধ-উপরোধ, বাকবিতন্ডা, যুক্তিকৌশল সব অর্থহীন আর্তনাদ মাত্র। দূর্নীতির তথ্য উদ্ধারে ব্যর্থ পরাজিত লোকটি এবার ভয়ানক রেগে গেল। উত্তেজিত হয়ে পকেট থেকে পিস্তল বার করে কর্মকর্তার মাথায় ঠেকিয়ে আবারও সেই তথ্য জানতে চাইলো। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কর্মকর্তা তথ্য না জানাতে অটল, অনঢ় রইল। শেষে কি ঘটলো? জেফরীর গল্পে চমক অভূতপূর্ব তাই পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। এবার দরিদ্র দেশের পরাজিত মন্ত্রীর মুখে স্বস্তির হাসি ফুটলো। পিস্তল ফেলে সে এবার জীর্ন ব্রিফকেস টেনে নিয়ে তার ঢাকনা খুললো। তাতে থরে থরে সাজানো টাকার বান্ডিল। এ টাকা বিষয়ে এরাই তার ভরসা। সে চোখ বুজে নিরাপদে এই ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখবে। কাকপক্ষীও কোনদিন জানবেনা তার টাকার খবর।"

-গল্প পড়ে কি বুঝলে? সেই মন্ত্রীকে খুঁজেছিলে কি? কালোপনা, নাদুসনুদুস, তেল চক্‌চকা লোকটি কোথায় গেল? গরীব দেশের জঘন্য এক মন্ত্রীকে দেখানো হয়েছে এতে।

-দরিদ্রলোক মাত্রই অসৎ আর দূর্নীতিবাজ। এদের আত্মমর্যাদা বলে কিছু আছে নাকি? দরিদ্রদেশে এমন চোর-ধাওর-লোভী মন্ত্রীর অভাব নাই। দরিদ্রলোক একবার ক্ষমতায় গেলে তলানীটুকুও চেটে-পুটে খায় এইজন্য গরীবদের ক্ষমতা দিতে নাই।

সমাজবিদ্যার অধ্যাপক গবেষক হাসলেন।

-তুমি এক সরল গবেট।

-কেন এমন কথা বলছেন? গরীব দেশেইতো দূর্নীতির ঘটনা ঘটে চলেছে এটাতো অস্বীকার করার উপায় নাই।

-তা বুঝলাম। তবে ঘুষের টোপ কারা ফেলে বলতো? কারা চুরির টাকা নিরাপদে রাখতে সাহায্য করে? অসৎ পথে অর্জিত অর্থের অভয়ারণ্য কোথায় আছে? সুইসজারল্যান্ডে তাইনা?

-শুনেছি আরব আমিরাতও কালো টাকা গচ্ছিত রাখার স্বর্গপুরী যাকে বলে ট্যাক্স হ্যাভেন

-আরব আমিরাত কি দরিদ্র? যাক গল্পটা চমৎকার বেছে এনেছ। কোর্স ম্যাটেরিয়াল হিসাবে এটাও কাজে লাগবে। আরও কিছু তথ্য জোগার করতো।

এক টুকরা কাগজে খস্ খস্ করে কিছু লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

তার পরের কয়দিন তথ্য জোগারে ব্যস্ত রইলাম। দৈনিক পত্রিকার পাতা তন্ন তন্ন করে দূর্নীতির বিষয়ে খবর খুঁজে বের করে সারাৎসার লিখা। বিভিন্ন দেশের সরকারের ও মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর ব্যবসা বাগানোর ফন্দি (পরিশীলিত ভাষায় যাকে বলে বিজনেস এক্সপান্সন বা প্রমোশন ষ্ট্রাটেজী) জানার ও বোঝার জন্য প্রাণপাত করছি।

কাজে গভীরভাবে নিবেদিত থাকি। বাপ অবহেলায় দেখে আমার মত অর্বাচিন অপগন্ডকে। মায়ের আদর অপগন্ড বাঁদরটিকে আগলে রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে।।

হলিওডী ছবি 'সিরিয়ানা' দেখা হল। দূর্নীতির জটীল জট চিত্রিত হয়েছে এতে। 'সিরিয়ানা'তে জর্জ ক্লুনির অভিনয় এমন অসাধারন যে অস্কারের জন্য নমিনেশন পেয়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত ওকে অস্কার দেওয়া হয়নি।

অধ্যপক বললেন

- না দেওয়ার কারনটা কি মনে হয়?

- ছবির অস্বস্তিকর বিষয়বস্তু। ঘুষ দিয়ে নানা সুবিধা আদায়ের যে চিত্র ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে তা এক সিআইএ কর্মকর্তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সত্যিকার বয়ান।

-ঠিক, অস্কার দিলে ছবিটি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহকে আরও উস্কে দেওয়া হবে ভেবেই হয়তো...

অনুসন্ধান আর অধ্যায়ন একটি বিষয়ে আলো ফেললো তা হল ঘুষ আর নানা প্রলোভনের বড়শি পেতে গরীবদেশের আমলা-মন্ত্রীদের কৌশলে গেঁথে ফেলা হয়। চাওয়ার আগেই এনভেল্প্ ভর্তি অর্থ হাজির হয় তাদের কাছে এবং পরবর্তী সময়ে তারা ঘুষখোর দূর্নীতিবাজ হিসাবে নিন্দিত ও কলংকিত হয়। অথচ যারা নিজেদের ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষের উপঢৌকন দিয়েছে তারা প্রায় কখনোই চিহ্নিত ও নিন্দিত হয়না। ঘুষ দেওয়া ব্যবসা আদায়ের কৌশল মাত্র তেমন মারাত্মক কোন অনায্য কাজ এটি নয় এই ধারনাটি চালু রয়েছে ঘুষদাতাদের মাঝে। সুতরাং বিবেক দংশন, নৈতিক যন্ত্রণা নামে কোন অনুভূতিই ওদের নাই।

একদিন অধ্যাপক বললেন

-গরীবদেশের পত্রিকাতে খবর প্রকাশেও থাকে নিজেদের হীনমন্যতার ছবি। যেমন দেখ এখানে লেখা

'জারদারী অমুক কাজের জন্য শত হাজার ডলার ঘুষ নিয়েছিল' লিখতে পারতো ' অমুক কাজ আদায়ের জন্য তমুক কোম্পানী জারদারীকে শত হাজার ডলার ঘুষ দিয়েছিল'

আমি বললাম

-গরীবদেশ নাইজেরিয়া এবার অষ্ট্রেলিয়ার এক কোম্পানীর ঘুষ দেওয়ার ঘটনা নিয়ে খুব চেচামেচি করছে। খবরটা অষ্ট্রেলিয়ার পত্রিকায় প্রথম পাতায় শিরোনাম সংবাদ হয়েছে

-সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা থাকলেই সব হয়না সাথে থাকতে হয় সাহস, সততা ও প্রজ্ঞা বুঝেছ।

অধ্যাপকের সৎ ও আন্তরিক ব্যাখ্যায় আমি মুগ্ধ।

কাজ আগাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই অধ্যাপককে কাজের অগ্রগতি অবহিত করে আসি। শেষদিন গেছি। ভদ্রলোকের কাছে তার একজন পন্ডিত বন্ধু বসেছিলেন। অধ্যাপক আমাকে দেখিয়ে বললেন

-ও আমাদের কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরীতে সাহায্য করছে; নতুন কোর্স চালুর কথা ভাবছি আমরা

-কি কোর্স হবে?

-করাপ্সন অধ্যায়ন করবো আমরা। এ ইতিহাস, সাহিত্য, সিনেমা কোন কিছুই বাদ দেয়নি। বাস্তব ঘটনাতো আছেই। ভারতের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত ঘুষের কথা থেকে বর্তমানে জেফরী আর্চারের গল্প, হলিওডী মুভি সবকিছুই ওর চোখে ধরা পড়েছে। করাপ্সন বন্ধের জন্য ইণ্টারন্যাশনাল কন্ভেনশন কাজে লাগানোর কথাও এনেছে সে।

ভদ্রলোক শুনতে আগ্রহী হলেন। আমার নাতিদীর্ঘ উপস্থাপনার শেষে দু'জনেই খুশী হলেন। নতুন ভদ্রলোক জানতে চাইলেন

-আচ্ছা, কোর্স চালু না হলে এই ম্যাটেরিয়ালএর মালিক কে হবে?

-আমরা পারিশ্রমিক দিচ্ছি ওকে সুতরাং মালিক হব আমরা

-আমার মনে হয় এটা ওর ইন্টেলেক্চুয়াল প্রপার্টি, বই হিসাবে ছাপালে কোর্সের কাজে লাগবে আবার যার সম্পত্তি তারই রইলো কি বল?

অধ্যাপক ভদ্রলোক জোর গলায় সাতপাঁচ বুঝিয়ে পন্ডিতের কথা উড়িয়ে দিলেন। এবার পন্ডিত আমার দিকে ফিরে জানতে চাইলেন

-এই সময়ে করাপ্সনকে নিয়ে কি ভাবনাচিন্তা চোখে পড়ছে বলতো?

-গরীবদেশ নাইজেরিয়াও যখন করাপ্সন বা ঘুষের উৎস খুঁজে বের করতে চেচাচ্ছে তখন ঘুষকে ব্যবসা পাওয়ার কমিশন আখ্যা দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা হচ্ছে। একদিন করাপ্সনকে ইন্সটিটিউশনালাইজ করার সূক্ষ্ম ছলচাতুরী হবে, করাপ্সনকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার কথা বলা মানে করাপ্সনকে কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার মনোবৃত্তি তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে।।

আমার তৈরী দলিল-দস্তাবেজ সব অধ্যাপককে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম। বহুদিন পর ঘুরতে ঘুরতে ঐ পথে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম দেখি অধ্যাপক কোর্সটি চালু করতে পারলেন কিনা। গিয়ে শুনি ভদ্রলোক বেশ আগেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে অন্যদেশে চলে গেছেন। করাপ্সনের উপরে ওরা কোর্স অফার করছে কিনা জানতে চাইলাম। এটাও বললাম যে সেই ভদ্রলোক আমাকে দিয়ে এ বিষয়ে অনেক কাজও করিয়েছিলেন।

উত্তর শুনে স্তম্ভিত।

-ভীষন করাপ্টেড লোক ছিল সে। ডিপার্টমেণ্টের টাকায় নিজের কাজ করিয়ে নিতো। দেখে নিও ওই কাজ সে নিজের নামেই প্রকাশ করবে একদিন।

(শব্দসংখ্যা ১৩২৩)